লোকগীতি ও রাগসঙ্গীতের সম্পর্ক এবং ভারতেরবিভিন্ন প্রদেশেরলোক সঙ্গীত

SUBJECT:-CLASSICAL VOCAL MUSIC

PAPER:-DSC-4

PROJECT WORK

UNDER THE SUPERVISON OF SANTIMAY MANDAL

SUBMITTED BY

SHREYA PANDEY

DEPARTMENT OF- HINDUSTANI MUSIC VOCAL

B.A.(H) 3rd year -6th Semester

ROLL NO:- 1131906127009002

REGISTRATION NO:-KNU19113001088

RANIGANJ GIRLS'COLLAGE

KAZI NAZRUL UNIVERSITY

Scanned by TapScanner

RANIGANJ GIRLS' COLLEGE

CLASSICAL VOCAL MUSIC

Course Name	:-	Project Work
Course Code	:-	BPAHCVMDSE 602
TOPIC OF THE PROJECT	:-	ভারতের লোকসঙ্গীত ও রাগসঙ্গীতের সম্পর্ক ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত
Name of the Student	:-	SHREYA PANDEY

Scanned by TapScanner

CERTIFICATE

This is certify that this project titled "ভারতের লোকসঙ্গীত ও রাগসঙ্গীতের সম্পর্ক ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত" submitted by the student whose name is mentioned below is a bonafide record of work carried out under my guidance and supervision.

Name of student	Registration Number
SHREYA PANDEY	KNU19113001088

PLACE:- Raniganj Girls' College

DATE:- 25.05.2022

25.05.2022

SACT, Raniganj Girls' college Dept: Music

SIGNATURE OF THE SUPERVISOR WITH

DESIGNATION AND DEPARTMENT

Scanned by TapScanner

১. লোকসঙ্গীত কী ?

⇒ পৃথিবীর অধিকাংশেরই সমাজের এবং সমাজের মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর প্রথম ভাগে আছে সুসভ্য সমাজ ও তার উচ্চ কোটির মার্জিত রুচিসম্পন্ন এবং দ্বিতীয় সমাজ শ্রেণীতে অবহেলাকৃত অনুন্নত সমাজ এবং অল্পশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত (classical music) উপযুক্ত শিক্ষা বা চর্চা লাভ সম্ভব নয় তাই এ ধরনের সঙ্গীত শুধুমাত্র উন্নত সমাজ ও মার্জিত রুচির মানুষেরই সৃষ্টি। অবহেলাকৃত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবকাশ অবসরকালের সঙ্গীতকে আশ্রয় করেন যার মাধ্যমে তাদের হাসি-কান্না বেদনা-আশা-আকাঙ্খা এবং উল্লাসের প্রতিফলন ঘটতে পারে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকসঙ্গীত। শার্ঙ্গদেব তাঁর "সঙ্গীতরত্নাকর" গ্রন্থে যে দেশি

গানের কথা বলেছেন সেই দেশি-গানেরই একটি বিশেষ ধারা হল বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত লোকসঙ্গীত। এই সঙ্গীত সাধারণ কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন নয়। শাস্ত্রসঙ্গীতের থেকেও এই গান একেবারেই বন্ধনবর্জিত। সহজ সুর এবং আঞ্চলিক বাণী ও উচ্চারণভঙ্গী এবং সহজ জন্যই এই গানের প্রসার ঘটে গেল। মানুষের রুচির পরিবর্তন অনুসারে এই গানের স্বরূপ পরিবর্তিত হয় কিন্তু কোন অবস্থাতেই এই সঙ্গীত ধারা একেবারেই সমাজচ্যুত হয় না।

Scanned by TapScanner

এর আভাস মেলে। ভাটের, আবেরী, মালশী, কাফাড়ী, পাহাড়ী, ঝাড়, বাঙাল প্রভৃতি শ্রেণির গানের সঙ্গে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নামকরণের এই সম্পর্ককে পরিস্ফুট করে। অন্যদিকে বাংলা লোকসঙ্গীতে কোনো কোনো রাগসঙ্গীতেরও প্রভাব দেখা যায়। দেশ, বেহাগ, ভূপালী, বিলাবল প্রভৃতি রাগের স্পর্শ বাংলার লোকসঙ্গীতকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। তবে বাংলা লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালি সুরেরই একছত্র আধিপত্য। ভাটিয়ালি সুরে যে স্বরের প্রয়োগ হয় তা রাগসঙ্গীতের খাম্বাজ ও পিলু সুরের সমগোত্রীয়। কখনো কখনো ভীমপলশ্রী ও পটদীপ রাগের সঙ্গেও এর মিল লক্ষ করা যায়। বাংলা লোকসঙ্গীতের সুরগত বৈচিত্র্য অন্যান্য দেশের লোকসঙ্গীতের তুলনায় স্বতন্ত্র। সুর বৈচিত্র্যেও বাংলা লোকসঙ্গীত অনেক সমৃদ্ধ এবং একে আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের মিশ্রণ।

লোকসঙ্গীতের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের সম্পর্ক:-

বর্তমানে যাকে রাগ-সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত বলা হয়। সনাতন ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি থেকে সেগুলি মার্গসঙ্গীত ও দেশীসঙ্গীত নামে বিদিত, বৈদিক যুগে মার্গসঙ্গীত ও দেশী সঙ্গীতের পার্থক্য ছিল না। কালের অগ্রগতির সঙ্গে মার্গ সঙ্গীতের কালোচিত বিবর্তন হতে থাকে এবং ঐ বিবর্তনের পথে এমন একটি সময় আসে যখন মার্গসঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশী সঙ্গীত নামে একটি স্বতন্ত্রধারার সৃষ্টি হয়। এই বিবর্তন আবির্ভূত হতে সহস্র বর্ষ লেগেছিল। মার্গ সঙ্গীত প্রথমে ছিল প্রবন্ধ শ্রেণীয় সঙ্গীত, তার থেকে ধ্রুপদের সৃষ্টি হয়, দীর্ঘকাল প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতের আধিপত্যের পর খ্রী: মধ্যযুগের মুঘলশাসন কালে খেয়ালের উদ্ভব হয়।

□ এই সময় খেয়াল গানের কিন্তু গুণের কোন সম্মানের ছিল না। বর্তমানে গুণীমহলে কাওয়ালী জাতীয় সঙ্গীত বা লোকগীতির যে রূপ মর্যাদা, খেয়ালের উদ্ভবের যুগে সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে খেয়ালের তার বেশি মর্যাদা ছিল না। খেয়াল বলতে গেলে তখন বর্তমানের লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত বস্তু ছিল।

□ সঙ্গীতসহ যে কোনো শিল্পকলার বিবর্তনের ইতিহাসের গুহই এই রূপ, একালে যা অনাদৃত থাকে, পরে তাই আদৃত হয়ে কুলীন শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় এবং তার থেকে ছেদ ও আবার নতুন শিল্প শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ক্রমাগত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আদানপ্রদান হতে হতেই মার্গসঙ্গীতের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে, বা দেশী সঙ্গীতের রূপান্তরিত হয়ে গেছে। রাগসঙ্গীত নানা অংকুরের অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে বর্তমানের লোকসঙ্গীতের চেহারা প্রাপ্ত হয়েছে। এই কারণে রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে স্বভাবতঃ দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও তাদের একদিকে অপরদিকে একেবারে গোত্র সম্পর্ক বর্জিত বলে মনে হয় না। লোকসঙ্গীতের অনেক গুলি শ্রীরূপ আছে যথা- ভাটিয়ালি, বাউল, জারী, সারী, ভাওইয়া, চটকা, টুসু ঝুমুর, গম্ভীরা ইত্যাদি। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এদের ই প্রকারের হল- কাওয়ালী, গীত গজল, লাওনী, বিহারী, চৈতী, এছাড়াও আরো অনেক প্রকার লক্ষণের হিন্দি, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটি, রাজস্থানী দেহাতী সঙ্গীতের মধ্যে লোকসঙ্গীতের সুরের আমেজ পাওয়া যায়।

Scanned by TapScanner

□ ভাটিয়ালি সুরে যে সকল স্বরের প্রয়োগ হয় তা রাগ-সংগীতের খাম্বাজ ও পিলু সুরের স্বগোত্র। কখনও কখনও ভীমপলশ্রী, পটদীপ রাগিনীর কথাও মনে করিয়ে দেয়। ঝুমুরের সুরভঙ্গীর মধ্যেও খাম্বাজ এবং পিলুর আমেজ পাওয়া যায়। বাউলের মধ্যে ভৈরবী, বেহাগ, খাম্বাজ, কিরবল প্রভৃতি রাগের প্রভাব।

□ ঝুমুরটি ঝাঁড় বলে লোকসংগীতের একটি শ্রেণী আছে। আবার দেখা যায় ঝাঁড় বলে একটি রাগও আছে। বর্তমানে ঝাঁড় রাগের খেয়াল ব্যাপক প্রচলিত। পাহাড়ী বলে একটি রাগের খেয়াল ব্যাপক প্রচলিত। ঠুংরি তে এই রাগ ব্যবহৃত হয় বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চলে বিহারী গায়ক গোষ্ঠীদের লোকগীতির সুর প্রচলিত আছে যা শুনতেই তিলককামোদ, খাম্বাজ - প্রভৃতি রাগের ঝংকার স্মরণ করিয়ে দেয়।

□ লোকসংগীতে সাধারণত চার, পাঁচ, ছয় স্বর ব্যবহৃত হয় এবং তাও শুদ্ধ স্বর। কোমল স্বর কখনও কখনও হয়। ব্যতিক্রম কেবল কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের বেলায়। শ্রী শান্তিদেব ঘোষ তাঁর "রবীন্দ্রসংগীত" গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে বাংলা বাউল গানে হিন্দি রাগের ছাপ পাওয়া যায়। তবে তাঁর মতে বাউলদের নিজস্ব কয়েকটি রাগ আছে যা হিন্দি সংগীতে পাওয়া যায় না। বাউল সুরের নিদর্শন স্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের - "আমার সোনার বাংলা" / যদি

তোর ডাক শুনে কেউ" / "নিশিদিন ভরসা রাখিস" প্রভৃতি কয়েকটি গানের উল্লেখ করেছেন। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটি গানে বাউল হলেও আসলে ভাটিয়ালি ঘরানার। সুতরাং ভাটিয়ালী প্রসঙ্গে যে সকল গানের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই গানটির সম্পর্কেও প্রযোজ্য। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" — এ ঠিক ঐ সুরেরই আরেকটি রবীন্দ্রসংগীত — "কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো" — তার দুটির মধ্যে আছে সুস্পষ্ট খাম্বাজ রাগের রূপ। শচীন দেব বর্মনের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করা যায় রাগসংগীত ও লোকসংগীত মধ্যেও আত্মীয়তা ও আত্মীয়তা বিদ্যমান। শচীন দেব বর্মন, প্রসিদ্ধ রাগ সংগীত গায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রাগ সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাগবিদ্যা প্রয়োগে ভাটিয়ালী সুরের স্ফূর্তির ব্যাঘাত তো হয়ই না উল্টে তাকে আরো বেশি স্ফূর্তিময় করে তোলে রাগসংগীত ও লোকসংগীতে সহজাত আত্মীয়তা না থাকলে এ কখনোই সম্ভব হতে পারত না।

¤ অনেক সময় দেখা যায় লোকসংগীতের কথায় ভাব খুবই অমার্জিত অসংস্কৃত কখনো কখনো রুচি বিগর্হিত। এ হলেও যে লোক-সংগীতের কথা শ্রোতার ভালো লাগে তার কারণ তো সকল কথার আন্তরিকতা, সরল ভাব মাধুর্য। কিন্তু লোকসংগীতের

আসল আকর্ষণ তাঁর কথায় গায় সুরে। লোকসঙ্গীতের কথা অমার্জিত গ্রাম্য বলেই যেন তার সুর আরো বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

উত্তর ভারতের লোকগীতি :-

উত্তর-বিহার, পাঞ্জাব বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মূলত কৃষিজীবি মানুষের অবস্থান। সুতরাং কৃষিকার্যের বিভিন্ন বিষয়ে সঙ্গীতের স্বাভাবিক সঙ্গ এরা উপভোগ করে। মেয়েরা গৃহকর্মের নানা অবসরে সঙ্গীতের স্বাদ গ্রহণ করে। উত্তর-ভারতের অন্যতম লোকগীতির উৎস হল বিবাহ অনুষ্ঠান। বিয়ের সময় বর ও কনে উভয়ের বাড়িতেই গান হয়। বরের বাড়ির গানগুলি খুশি ও আনন্দের সুরে ভরা কিন্তু কনের

বাড়ির গানগুলি বড় করুণ। উত্তর-প্রদেশের এই ধরণের গানগুলিকে বলা হয় "বাবুল গান" উত্তর-বিহারে এই গানের নাম "সমঝাওয়" রাজস্থানে এর নাম "ওলন"। ঋতু উৎসবগুলোর সময়ও একাধিক গান উত্তর ভারতের গাওয়া হয়। এর মধ্যে প্রবীণ হচ্ছে হোলির গান বা ফাগের গান। সাধারণভাবে এই সময়টা ফসল ওঠার সময় তাই আনন্দের সুর স্বাভাবিক প্রেরণাই গানের সাথে যুক্ত হয় যদিও লৌকিক কৃষ্ণ ও তার লীলা বিষয়ক গানই এই হোলি উৎসব প্রাধান্য পায়। হোলি ছাড়াও চৈত্রমাসে চৈতী, কাজরী, বারোমাস্যা প্রভৃতি বহুলোক সঙ্গীত

Scanned by TapScanner

বিভিন্ন ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চৈতী গান চৈত্রমাসে বারাণসী বেলায় হয়ে থাকে। কাজরী গান উত্তর-বিহার এবং উত্তর প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

□ এই প্রসঙ্গে মির্জাপুরের কাজরী গানের কথা উল্লেখ করা যায়। শ্রাবণমাসের ঘন মেঘের ঘটায় কাজরী গানের প্রতিধ্বনিকে মুখরিয়ে তোলে। তেমনি উত্তর-বিহারে কাজরীর মত আরো এক গান হল "মলহার" বারোমাসা বিরহের খুঁটিনাটি এই গানের মূল বিষয়। রূপকথা এবং লোকগাথাও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপে প্রচলিত আছে। এই বিহারের লোকগাথা "সাং" নামে অভিহিত হয়।

হোলি গান বা ফাগের গান

Scanned by TapScanner

৩. আসামের লোকসঙ্গীত :-

আসামের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে এর ফলে কৃষিজীবি সমাজের আদিম যুগের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তবুও অসমীয়াদের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে এখনও প্রাচীন গীতগুলি টিকে আছে।

□ আসামের অন্যতম লোকসংগীত বারোমাহী (বারোমাসি)। এই ধরণের লোকসংগীত উত্তর-ভারতে প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। অঘ্রাণ মাস থেকে শুরু করে বারোমাসের বিরহ যন্ত্রণাই ইতিবৃত্ত এই গানের মূল উপজীব্য বিষয়। সাধারণত যে সমস্ত পরিবারের পুরুষেরা কর্ম-উপলক্ষে বাইরে থাকে সেই সমস্ত পরিবারের মেয়েরা এই ধরণের গান গেয়ে যায়।

□ বসন্তকালে বিহু উৎসব অংশ নাচের জন্য একধরণের

বিহু উৎসব

হালকা চং:খনী শ্লোকযুক্ত গান এই সময় গাওয়া হয়। নববর্ষের আগমনে বিহুগান ছিল একটা প্রকৃতি দ্যোতক কারণ এই সময় কৃষিজীবি সম্প্রদায় ফসল গোলাজাত করে। অবসর বিনোদনের সুযোগ পায়। যদিও বর্তমানে এই গান নিছক ঐতিহ্যের কারণে অনুসৃত হয়। কিন্তু গানের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এই যে পরস্পর দুই বিরোধী দলের ক্রমান্বয়ে এগুলি গীত হয়। অর্থাৎ এককবিগানের নাটকীয় উন্মাদনা এই গানে লক্ষ্য করা যায়। বিহুগানের অনুরূপ গানের রচনা করে আসামের মিরি উপজাতিরা গোয়ালপাড়া জেলায় "রাভ" গীতিও অনেকটা বিহুর মতো। আসামের লোকসঙ্গীত অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোক গীতির কোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়। এগুলির মধ্যে আছে গাথা গান (কাহিনীমূলক গান)। এই ধরণের গানে প্রেমমূলক কাহিনী লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া ঘুমপাড়ানি গান, বিয়ের গান, তত্ত্বমূলক গান প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। আসামের দীর্ঘতম লোকগাথা গুলির মধ্যে রূপকথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। "ধুল ফুটোর" নামক গাথাটি যাদু ঘোড়ায় চেপে রাজকুমারী অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য জৈমাজির রূপবীরদের কাহিনী নিয়ে রচিত। অপরটি গাথা "জুনাগাভেরু"— তে অনুরূপ কাহিনী লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে গল্পের নায়ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জুজো লেগে গাছে রূপান্তরিত করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত এক বিপুল কাণ্ড রাজকুমারীকে লাভ করে।

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিও আসামের লোকগীতিতে স্থান পেয়েছে।

Scanned by TapScanner

4) উড়িষ্যার লোকসঙ্গীত :

বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম পাড়ে কাঁসাই থেকে প্রকৃতি ভাগীরথী অবস্থিত একটি ভূ-ভাগের নাম হল — উড়িষ্যা। প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাবিত সেখানে উড়িষ্যার মানুষ জীবন এবং অর্থনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। এই রাজ্যের মানুষ মূলত কৃষিজীবী, তারা সাধারণত ধান, প্রধানত তামাক চাষ, ছোলে তামাক ফুল ফুটানো, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া প্রভৃতি তাদের পেশায় এদের জীবিকা নির্বাহ হয়।

□ বিশ্বের তালে এই রাজ্যের মানুষের জনপ্রিয় লোকগান তালাবাদিত গাওয়া, কান্ডই মানুষের ক্রমানুসারী বুলিভঙ্গী এবং অলংকার বহু সুর যেটি হল দেওয়ালে। দেহলি দিয়ে পাখ-রেগুলা ; বাদ্র-যন্ত্র প্রকৃতিতে বিশ্বাস বন্য এবং জীবন সম্পর্কে জনজীবন যোগসূত্র এই ধরনের মানুষের একটি বিষয়বস্তু।

□ সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে উদ্ভূত লোকসঙ্গীত হয় হয়তো দেখা যায়। " দাস কথক" নামে একটি সম্প্রদায় তাদের সাহিত্যে বিভিন্ন কাহিনী পরিবেশন করে। জীবিকা নির্বাহ করত। এদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় আছে — ① ধর্ম বাণ্য ঘন ঘন বা স্রষ্টা

② দাস সংগীত

□ এদের মধ্যে দাস সমাজ হলেন তাদের দেবতার সাথে বলিদান; এদের সঙ্গে ঐতিহাসিক কাহিনী এবং প্রাচীন সংস্কৃতি - সাহিত্যের কাহিনীর ভিত্তিতে। এরা প্রতি শীতে "কপালি ও সুরে বর্ণনা এবং মন্ত্রমুগ্ধতার সহিত এক্ষেত্রে এক বৈচিত্র্য পরিবেশ

ভোগে তোলে। বস্তুত পূর্বে এরা সমস্ত রাজাদের দরবারে স্থান পেতেন, কিন্তু সময়, পরিবেশ, রুচি পরিবর্তনে ক্রমে এই শ্রেণীর গায়ক ক্ষীয়মাণ। দক্ষ তালু বাজিয়ে ভুঁক বা ভুঁক্কার সমাজের বিভিন্ন উৎসবে তাদের রূপকথার কাহিনী পাঁচালীর মতো-সুরে গেয়ে, বাচ্চাদের মনোরঞ্জন করত।

ছোটো, ছোটো, ছেলে-মেয়েদের প্রিয় গান হল- ঘুমু, দে-দোর প্রভৃতি খেলার গান। এই সব গান বিশুদ্ধ ছন্দে অমার্জিত ভাষায় রচিত। তাই এই গানে অর্থের চেয়ে ধ্বনিকাব্য বেশী। বিভিন্ন কর্মসঙ্গীতের মধ্যে ধানভেঙা, সুতকাটা, জামাহরাই প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য। এগুলি মূলত দক্ষ প্রবীণ এবং সীমিত ঘরের গৃহী-মায়ের সৃষ্টি। আবার পূর্ণিমায় রাতে চাঁদের আলোয় এক ধরণের গানের অনুষ্ঠান হত। যাকে বলে "সুখরাত গান"।

□ উড়িষ্যার লোকসঙ্গীতে বাঁশি, তানপুরা, ঢুকঢুকি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

5)

অন্ধ্রপ্রদেশের লোকসঙ্গীত

গোদাবরী নদীর বিধৌত অঞ্চলের লোকগীতিকে বলা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের লোকগীতি তেলেগু লোকগীতি। সাতবাহন বংশের আড়ম্বরহীন পারম্পরিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতি। এই সমস্ত গানগুলির মধ্যে গ্রাম জীবনের চিত্রকল্প, ভৌগোলিক, বিবরণ, ইতিহাস, মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি, আশা - আকাঙ্ক্ষা এবং মানবিক প্রয়োজনের কথা বলা আছে। গান গুলির ভাষা অধিকাংশই তেলেগু হওয়ার জন্য এগুলিকে তেলেগু লোকগীতিও বলা হয়।

□ অন্ধ্রপ্রদেশের লোকসাহিত্যকে পুষ্ট করেছিলেন শ্রীনাথ নামক এক ব্যক্তি। তিনি হাল- সাতবাহন এর প্রায় সাতশো প্রাকৃত গাথা সংগ্রহ করে তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই সমস্ত গাথা গুলি কখনো প্রশ্ন - উত্তরের ভঙ্গিতে কখনো আবেগ রস, আবার কখনো হাস্য রসে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

□ খ্রিস্টিয় - একাদশ শতকে অন্ধ্ররাজ্যে বীরগাথা প্রচলিত হয়। দেশীয় যোদ্ধা ও রাজাদের দুর্বার বীরত্বের কাহিনীকে আশ্রয় করে এই বীররসের লোকসঙ্গীতের জন্ম। কাতাম রাজু, পালনাদের বীর, সর্বারীপাপুডু বব্বিলির বীর, চিন্নাপারেড্ডি- প্রমুখের সাথে একটি অস্ত্র বা ঘোড়া সম্বল করে প্রবল জনপ্রিয় সৃষ্টি গীতমকে গাথা

দিয়েছিলেন। যেমন আল্লুরী সীতা রামা – রাজু ১৯২০ সালে পাহাড়ী আদিবাসীদের হয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই সবকাহিনী কালক্রমে বীরগাথায় পর্যবসিত হয়েছে।

□ অন্ধ্রের লোকসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল করুণাত্মক কিছু গান। এগুলির মধ্যে আছে কামাম্মা এবং সত্যম্মার কাহিনী। আবার বীরারাজাম্মা, লক্ষ্মাম্মা এবং বাল-নাগম্মার মতো রমনীদেরও করুণ কাহিনী আছে যারা পারিবারিক ষড়-যন্ত্রে স্বামী সন্দেহের কারণে এবং শাসকের নির্যাতনে জীবন দিয়েছিলেন। শিশুদের ঘুমপাড়ানী গানের মধ্যে রয়েছে জোলা-পাটলু, মহোৎসবের ফাঁকে গাইবার জন্য আছে থিরুনাল পাটলু ও শুভ্র-পাটলু, তাঁতবোনার সময় রাট্নম পাটলু কর্মীদের ক্লান্তি লঘু করে।

□ দার্শনিক বেমন যোগীন এবং বীর ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গীতসাধক এবং তাদের মাধ্যমে লোকশিক্ষার প্রচলন করেছিল। নরসিংহ, প্রকাশ রাও এবং গুরু [illegible] সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সকল কামনায় প্রার্থনা জানাতেন, গোদাবরী অথবা কৃষ্ণানদীর তীরে বাংলার ভাটিয়ালীর মতোই

Scanned by TapScanner

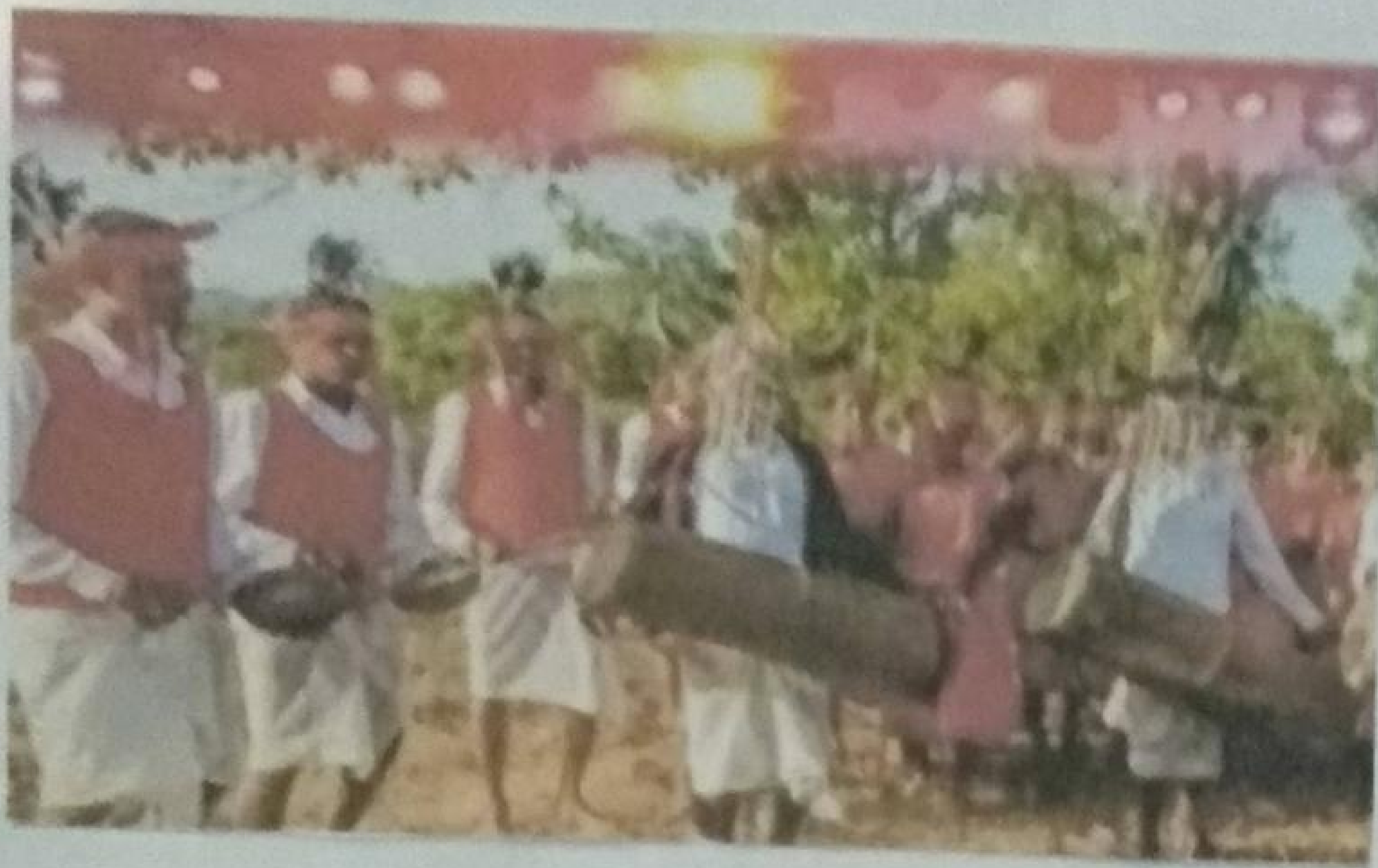

ইয়াকিন্দ - ইয়ালম, ইয়েলম, ইয়েলেন। হিপ্পাই-লে জাতু; লবকো প্রভৃতি তুলীদ্রেয় ভাষাও শুনতে পাওয়া যায়।

তামিল লোকসঙ্গীত

তামিল ভাষায় লোকসঙ্গীতের মান যথেষ্ট উন্নত। মূলত: কৃষিজীবি এবং মৎস্য শিকারী হিসাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকা হিসাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করত। এছাড়াও তামিলনাড়ুর দুপাশে ঘিরে অসংখ্য দেব-মন্দির। এই কারণে এই অঞ্চলের মানুষের মানুষের মনে ধর্মীয় চেতনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সুতরাং একদিকে নিঃস্বার্থ ভাবাবলী এবং কর্মজীবনের সাধ-আহ্লাদ আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটেছে এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীত।

□ লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ তামিল ভাষায় পাওয়া যায়। এটি হল একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ যার নাম "থোলকাপ্পিয়াম" রচয়িতা হল - 'থোলকাপ্পিয়ার', এই গ্রন্থটিতে বহু প্রচলন প্রাচীন কাহিনী এবং লোকসঙ্গীতের আলোচনা দেওয়া আছে। অনেকে মনে করেন দু-হাজার বছর পূর্বেও তামিল

Scanned by TapScanner

আরিও লোক-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। তামিল নাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলের মণ্ডলাকার নৃত্য প্রচলিত আছে। এই ধরণের নৃত্য ও গীতে পরস্পরের হাতে ধরাধরি করে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করতে দেখা যায় শিল্পীদের। 'কুরু-ভই-কুম্মু' নামক এক প্রকার লোকনৃত্য ও জাতীয় গীত পরিবেশন করতে দেখা যায়।

তামিলনাড়ু বিখ্যাত মহাকাব্য - 'শিলাপ্পাদি-কারম' - এর রচয়িতা ইলাঙ্গো যিনি নিজে ছিলেন চেরো রাজবংশের লোক ইনিও লোক-সঙ্গীতের উপযোগী 'ভেরিপাড়ল' জাতীয় কবিতা রচনা করেছেন। এই সমস্ত কবিতা গুলি তামিল লোকসঙ্গীতের সুর ও ছন্দে রচিত। ইলাঙ্গোর রচনায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলি খুবই স্পষ্ট। 'শিলাপ্পাদিকারম' এর ভাষ্যকার আড়িয়ারকুন্নাল্লার একটি প্রাচীন কবিতায় উল্লেখ করেছেন, যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঐ সময় এই ধরনের নানা লোক-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। নানা ধরনের লোকসঙ্গীতের প্রচলন ছিল। সেগুলির কিছু বস্তু হলো কক্কিকাল - ভিলায়ু - (কুমারী তরুণীর প্রীত সংগীত) তানীয়ুপনত্তর মপ্পু - (ধর্মীয় উৎসবের গান) আম্মানাইপাট্টু - (গৃহ কর্মের গান) এছাড়াও নানারকম বিভিন্ন স্থানীয় খেলার গান।

কবি আলওয়ারস, মনিকাভাচার প্রমুখেরা ইলাঙ্গোকে অনুসরণ করেছিলেন। তামিল লোকসঙ্গীতকে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের ভিত্তিতে সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়।

i) ইয়েত্তপাট্টু বা শ্রমজীবি মানুষের গান।

ii) ইলক্কিয়া পাড়ালকল বা প্রেমের সংগীত। এর মধ্যে নারী চালক, মেষপালক এবং গৃহবধূদের আনন্দময় মুহূর্তের গানগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

iii) কল্যাই পাড়লাংকল বা ভাবের প্রেমীর সংগীত।

iv) ঘুমপানিপাই পাড়লাকলগং বা শিশু ভোলানো।

v) ওরি ইলাডু পাড়লাকল বা ক্রীড়াসংগীত।

vi) তারুই পাড়লকল বা শিক্ষামূলক লোকসংগীত।

vii) কথা-ইপাড়লকল বা গাথা সংগীত।

□ তামিলনাড়ু লোকসংগীত নানা ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। বহু ধর্মীয় অভিব্যক্তি তামিল লোকসঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ 'শিব ও বিষ্ণু একই নামের উপর সমাসীন'। তাছাড়া ছিল দেবতা 'তিরুমাল'-কে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তামিল লোকসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং ভারতবর্ষে সমৃদ্ধ লোক-সংগীত ধারাগুলির মধ্যে তামিল লোকসঙ্গীতকে অন্যতম বললে ভুল কি হবেনা।

Scanned by TapScanner

বাংলার লোকসঙ্গীত

অধুনা পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ব বঙ্গের বিহার এবং পূর্ববঙ্গের উড়িষ্যার অংশের অঞ্চল নিয়ে বাংলার লোকসঙ্গীত গড়ে উঠেছে। বর্তমানে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলকে লোকসঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্কিত রাখা হয়েছে- "বাংলার লোক সঙ্গীত" নামে। বাংলার লোকসঙ্গীত ও তার বিষয় এবং আঞ্চলিকতা অনুযায়ী কতগুলি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) ব্যবহারিক গীতি (Functional Song)
(২) আনুষ্ঠানিক গীতি (Calendric Song)
(৩) প্রেম গীতি (Love Song)
(৪) কর্ম গীতি (Work Song)
(৫) আঞ্চলিক গীতি (Regional or Remote Song)

এছাড়াও আধ্যাত্মিক গান ও কিছু পাওয়া যায়। সামাজিক বিভিন্ন পারিবারিক জীবনে ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে মেয়েলীগীত শুনতে পাওয়া যায় তাকে ব্যবহারিক বা functional song বলে উল্লেখ করা যায়। বিয়ের গানই এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। এছাড়া সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশেষত জাতকরণ চূড়াকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

□ আনুষ্ঠানিক গানের বিশেষত্ব হল এই যে তিথি অনুযায়ী সারাবছরই কিছু কিছু পূজা পার্বণ পালন করা হয়ে থাকে। সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান এবং গান গাওয়া হয়। যেমন- চৈত্রমাসের গাজন, আশ্বিনীয় আগমনী এছাড়া ঐ ঘেঁটুর গান, কার্তিক ব্রতের গান, শিবরাত্রির গান

প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

□ লোকসংগীতের অন্যতম প্রবীণ অঙ্গ প্রেম সংগীত। বাংলার লৌকিক প্রেমসংগীতের মধ্যে আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণের নাম নাম সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই কারণে বাংলায় একটি কথা প্রচলিত আছে "কানু ছাড়া গীত নাই" বিবাহ গানের মধ্যে রয়েছে প্রেমসংগীতের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও কর্মসংগীতের মধ্যে রয়েছে ছাদপেটার গান, ধান কাটার গান, পাথর ভাঙার গান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নৌকা বাইচের গান, বা সারিগান এই বিভাগের কর্মসংগীত বলে প্রচলিত হয়ে থাকে।

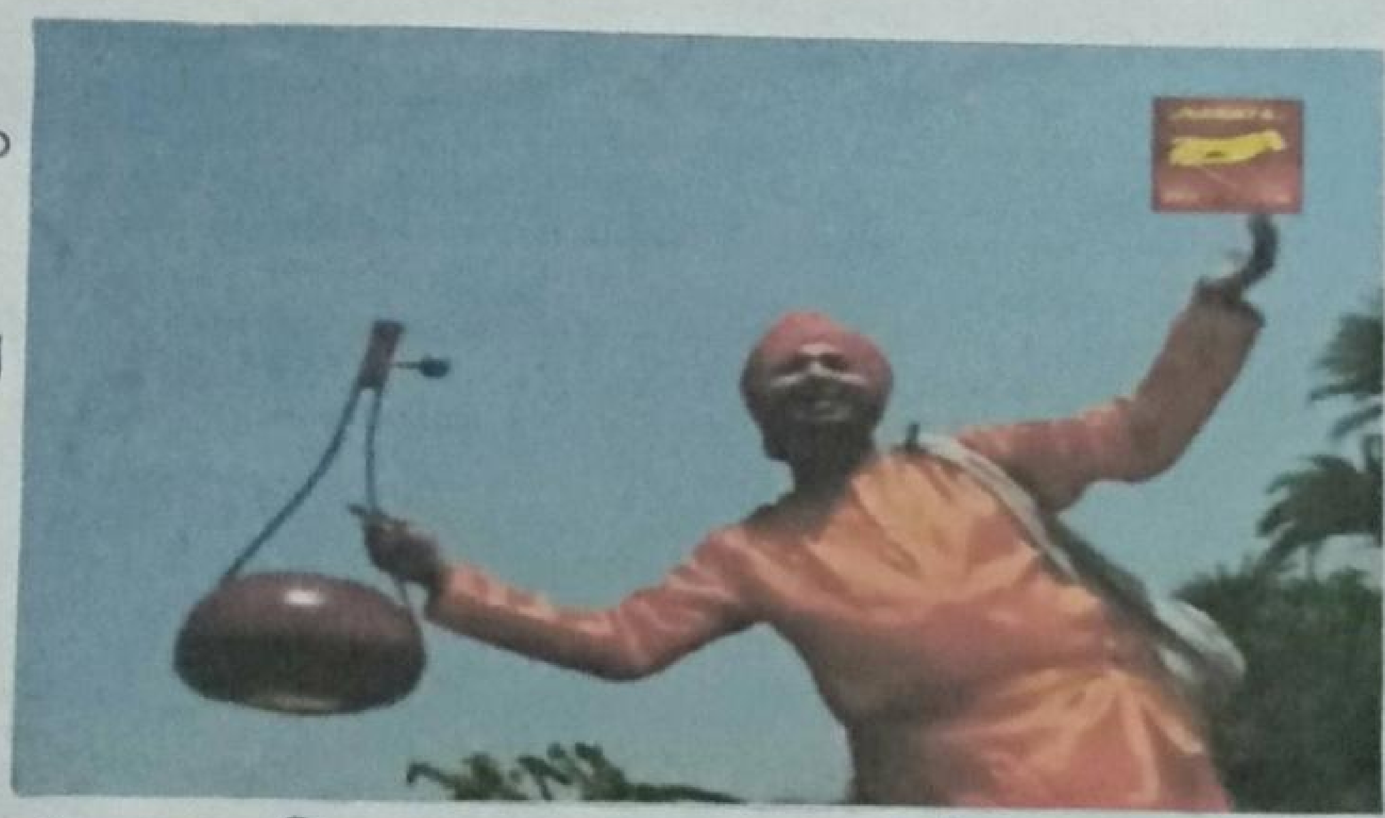

অনেকে শ্রেণীর লোকসংগীত হল আঞ্চলিক গীতি। এক অঞ্চলের গান অন্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না। এই প্রসঙ্গে গানগুলির মধ্যে মেদিনীপুরের পটুয়ার গান; বাঁকুড়া ও বীরভূমের ভাদুগান, পুরুলিয়ার টুসু / হুদু গান, বর্ধমান, বীরভূম ও পুরুলিয়ার ঝুমুর গান, মালদহের গম্ভীরা, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারের ভাওয়াইয়া, চটকা, ময়মনসিংহ জেলার জারি গান ও ধুয়াগান প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে ধর্মের গানের আঞ্চলিক জন-জীবনের নানা তত্ত্ব আধ্যাত্মিক বা নির্দিষ্ট গীতি সাম্প্রদায়িক ধ্বনি Sectarial হিসাবে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে গানগুলির মধ্যে বাউল, মুর্শিদি, মারফতি, সহজিয়া ও দেহতত্ত্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Scanned by TapScanner

গুজরাটি লোকসঙ্গীত

গুজরাট প্রকৃতির সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। আকর্ষণীয় দীর্ঘ বনরাজী উঁচু পর্বতমালা এবং পাহাড়ী নদী সমুদ্র সবই এই অঞ্চলের আকর্ষণ। গুজরাট উপত্যকা ও সমভূমি যথেষ্ট উর্বর এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। এরই প্রতিফলন পাওয়া যায় এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রায়।

◻ বিভিন্ন যুগের এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক আকর্ষণে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী এসে বসতি স্থাপন করেছিলে। যাদের - আদিবাসীদের সাথে গ্রীক, শক ও হুন্ডরা প্রভৃতিরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া উত্তর-ভারত থেকে মৌর্যগুপ্ত ও মগধ প্রভৃতিরা এই অঞ্চলে এসেছিলেন এবং তাদের সাথে নাগর, দাস, ও দস্যু নামের আদিবাসীদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছিল। ধীরে ধীরে আদিবাসী স্থানীয় মানুষ দূরে জঙ্গলের অঞ্চলে চলে যায়। পরিত্যক্ত ভূমিতে গড়ে উঠে কৃষি জীবন তার রূপনির্মাণ এক নাবিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে প্রায়ই একই সময়। গুজরাটের নাবিক সম্প্রদায়ের দেবতার পূজায় স্তোত্র ব্যবহৃত হয়। ভেকালু নামক যে বাদ্য-যন্ত্রটি এই সমস্ত স্তোত্র গানে ব্যবহৃত হয়, সেটি বৈদিক যুগে উল্লেখিত "ভঙ্গুলি বাদ্য" বলে অনেকে মনে করেন। দক্ষিণ-গুজরাট 'মড়া' উৎসব তার একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হয়। তার এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হল সংগীত। বিভিন্ন জীবনে ঘুমপাড়ানি গানের প্রভাব সর্বত্র লক্ষ করা যায়। কিন্তু গুজরাটে এই ঘুম-পাড়ানি গানের নানা বৈচিত্র লক্ষ করা যায়।

◻ 'হালরিয়' ও 'বীমলজোতি' হল এই রকমই ঘুমপাড়ানি গানের উদাহরণ।

Scanned by TapScanner

পণ্ডিত হেমচন্দ্র আচার্য তাঁর লেখা 'ছন্দোনুশাসন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রাকৃত কাব্য কেবল সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই বিষয় আহরণ করেনি। বিভিন্ন উপকথা ও লোকগাথাও যথেষ্ট আদৃত হত। পণ্ডিত হেমচন্দ্র 'দুহা' এবং সাখী নামক দুটি গুজরাটি কথার উল্লেখ করেছিলেন এই প্রসঙ্গে। এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীত classical এবং Romantic গানের সংমিশ্রণ মাত্র। গুজরাটের গরিমা 'রাস' এবং 'গরবা' নৃত্যের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত। গুজরাটি বিয়ের গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একদিকে কৌতুক আর অন্যদিকে আশীর্বাদ ও বিচ্ছেদের বেদনা প্রকাশ পায় এই গানে। 'জাগিয়াম আসাম' এবং 'রসবিদ্যা' প্রভৃতি লোকের গানও একক কিংবা সমবেত ভাবে এই অঞ্চলে গাওয়া হয়। আবহমান পারম্পরিক এ অঞ্চলের মানুষ 'দুহা' ও 'সাখী' উপকথাগুলি গেয়ে থাকে।

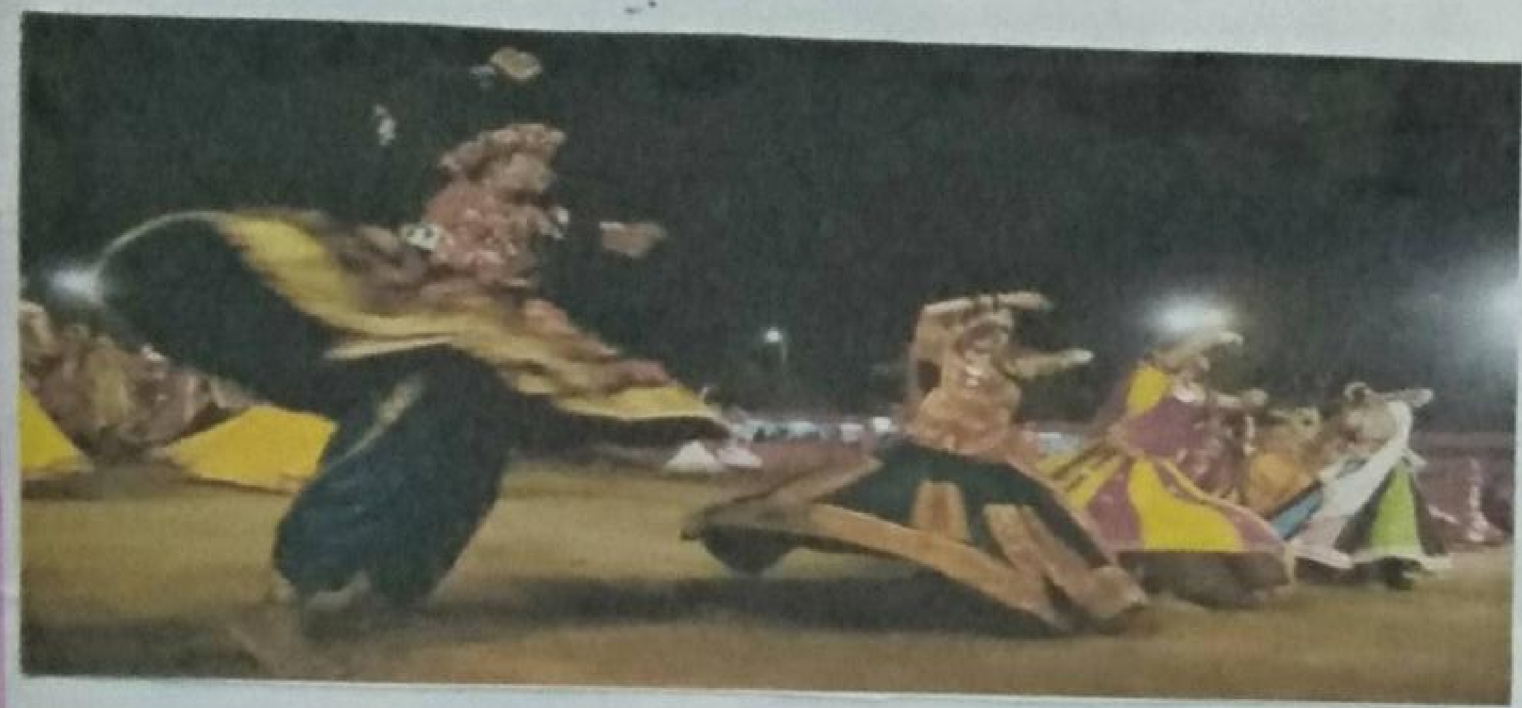

গরবা নৃত্য

অঞ্চলের 'কৃষ্ণকথা' 'রাস', 'কীর্তন', 'প্রভাতী', 'রাসবল' ধরনের ভক্তিমূলক গান গায়। এছাড়া ভজন প্রায় সর্বত্র সমানভাবে প্রচলিত। এর মধ্যে গণপতি ভজন হল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভক্তিমূলক অন্যান্য গানের মধ্যে — আরতি, আবলী, আরাম, বারমাসী মঞ্জু, গরবা লাবণী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গানে রামসাগর ঢোলক ও মঞ্জিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

এ অঞ্চল সঙ্গীতের তিনটি রূপ দেখা যায়। প্রথম রূপ হল বাদ্যাংশে মেয়েদের উৎসব। দ্বিতীয় রূপ হল ভোলা গানের জন্য কৃষকদের বর্ষার উদ্দেশ্যে। তৃতীয় রূপ হল, চারণ বা পল্লী কবিদের বর্ণ কাব্য।

Scanned by TapScanner

ঝুমুর নাচ এবং নিজস্ব ভাষাকাব্য এই অঞ্চলের প্রাণ বৈচিত্র্য ফুটিয়ে থাকে। এই জন্য আমুদিয়া ঝুমুরটির লোকসংগীত বাহক হিসাবে বিবেচিত হয়। তাদের মধ্যে রাবণ, ঝাঁপী, টোসী, পাটনাচ, চরণ, সাথী ভাদুক, ঝাও, বীরী প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — ঝুমুরগান, একতারা, আড়বাঁশী, নূপুর, সুন্দরী যন্ত্র এবং রাবণ হাতা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রগুলি ও এই অঞ্চলের লোকসংগীতের বৈচিত্র্য আনয়ন করে।।

বাঁকুড়ার লোকগীতি

ভূ-প্রকৃতি এবং তার বৈচিত্র্য এই অঞ্চলের জীবন এবং জীবিকার সাথে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। পাহাড় জঙ্গল এবং জলাভূমি সবই এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। ফলত: গ্রাম জঙ্গল এবং পার্বত্য উপত্যকার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে লোকসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে একদিকে গদ্যে রচিত লোককাহিনী অন্যদিকে পদ্যে রচিত লোকসংগীত রয়েছে।

□ প্রথমদিকে বাঁকুড়ার লোকগীতি অনেক 'মোহনবাঁশিয়া' দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। এই সময় লোকসাহিত্যের পাঁচটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরগুলি সবই লৌকিক প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের পরিণাম সূচক কাহিনী বিশেষ। একাদশ শতকে বাঁকুড়ার কবি ধর্মের গান' এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপালদাসের গান, ছোটাকি পুঁথি, ভোলানাথের রচনা বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে গানের মধ্যে সাধুসন্তদের কার্যকীর্তি বর্ণনা এই সব লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়।

□ এছাড়া বিভিন্ন রাজবংশ নবরাত্রি, দীপাবলী এবং হোলী প্রভৃতি উৎসব ও লোকাচার প্রসঙ্গ-ও বাঁকুড়ার লোকগীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যখন কোন বীরের মৃত্যু হয়, কোন রমণী সতী হয়, কোনো যুবক যুদ্ধে

Scanned by TapScanner

যায়। কোন মহাত্মা ব্যক্তি মন্দির নির্মাণ কার্যে অর্থদান করেন তখন সেই মহান্ত ব্যক্তিকে যথাযথ মর্যাদা দিতে লোক আসর কোন অংশেই কার্পণ্য করেনি। কামরূপের লোকগীতি গুলি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে নানা উপাখ্যানের চরিত্র চিত্রণে লোকাচারের প্রভাবও কামরূপ লোকগীতিতে দেখা যায়।

□ কিছু কিছু লৌকিক প্রবাদ কামরূপ লোকসংস্কৃতিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শরৎচন্দ্রই একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন 'কুমু পাম পাম'। আঞ্চলিক ভাষায় 'কুমু' বা পানি শব্দের অর্থ হল কুমীর। একবার একটি হাতি এবং কুমিরের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলে গ্রামবাসীরা দুজনের মধ্যে কে জয়ী হবে সেই প্রশ্ন নিয়ে এক বুড়ির কাছে উপস্থিত হলে তিনি উত্তর দেন – "পিছালে"। সুতরাং দ্ব্যর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে হাতি এবং কুমীর উভয়েরই জয়ী হওয়ার ইঙ্গিত কামরূপ লোকগীতিকে বিশেষ মাত্রা দান করেছে। অনুরূপ একটি পৌরাণিক উপকথায় ও এই কাহিনী পাওয়া যায় সেখানে উল্লেখিত আছে ভগবান বিষ্ণু এই যুদ্ধকে থামিয়ে দিতে এসেছিলেন। কামরূপ লোকগীতিতে এমন অজস্র প্রসঙ্গে যেখানে হাতি এবং কুমীর-শাপমুক্তে হস্তী এবং হুহু নামক গন্ধর্ব এবং জয় ও বিজয় নামে দ্বারীর সেবা রূপে পরিচিত। সুতরাং বিভিন্ন লোককথা, উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী এবং প্রাকৃতিক জীবনের নানা অনুভূতি নিয়ে কামরূপ লোকগীতি মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে ছিল এ কথা বুঝতে পারা যায়।

মালপাহাড়িয়া লোকগীতি

পশ্চিম ভারতে বহু অঞ্চলকে ঘিরে মালপাহাড়িয়া লোকগীতের বিকাশ ঘটেছে। অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলেও শ্রমজীবি মানুষের যারা একদিকে জীবিকা অপর দিকে অবসর জীবনের এই দুই দিক থেকে মালপাহাড়িয়া সংগীতের বিকাশ ঘটেছে।

□ সমস্ত আঞ্চলিক লোকসংগীতের মধ্যে দৈহিক-পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করার জন্য কর্ম সংগীতের প্রচলন আছে। খুরশাদের মহিলাদের ফসল গুড়া করার সময় 'হোয়ালগীতি', মধ্যাহ্নের লাঙল দেওয়ার গান, মাঝিদের চাকা গাড়ির গান প্রভৃতি হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মালপাহাড়িয়া সংগীতে — 'ইহেলে - লাহম - ইহেলে - লাম' হল মালপাহাড়িয়া শ্রমিকদের পাথর ভাঙার গান, এই অঞ্চলের পূর্বপুরুষ এবং শহীদ যোদ্ধাদের আত্মার সম্মানে একটি স্বাভাবিক রীতি। বহু অঞ্চলের বীর ওয়ার মুলুমানেক ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, এই ঘটনাকে আত্মার সম্মানে 'কিংসইন' গান প্রচলিত আছে।

□ মালপাহাড়িয়া সংগীতে বেশ কয়েকটি প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে বন্দনা পার্টু ও কানি পার্টু, ইটাকাটন পার্টু ও জিনাগটিনাপার্টু ও জেঠর পার্টু, মুল্লুগান পার্টু প্রভৃতি হল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রকার সংগীত উপস্থাপন শৈলীর সংখ্যা আনুমানিক পঁচাত্তরেরও অধিক অবশ্য বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিক এর দিক থেকে মালপাহাড়িয়া লোকসংগীতের কিছু মিল পাওয়া যায়। বিশেষত লৌকিক বিষয়ক গানের ক্ষেত্রে।

Scanned by TapScanner

কিছু কিছু গান মালয়ালম লোকসংগীতে বিশেষ কৌলীন্য পেয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম 'ঞাতোলিতালল' এই গান গেয়ে বর্ষাকালে হাঁটু সমান কাদা জলে মেয়েরা ধানের চারা রোপণ করে। কৌতুক তামাশা-পূর্ণ এবং শিক্ষামূলক একধরনের গান মানুষকে নির্মল আনন্দ ও জ্ঞান দান করে এই ধরনের গানের নাম হল 'ওপ্পাতি', মূলত: খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা গোষ্ঠী এই ধরনের গান সংগ্রহ করে থাকেন।